সম্পাদকের চিরকুট - ৮

রোববার সকালে ঘুম ভাঙলো ছেলের ডাকাডাকিতে। বিষয় - সাদ্দাম ধরা পড়েছে। তো ছেলেই টিভিটা ছেড়ে দিল। ছবি দেখেই প্রথমে যে কথাটা মনে হলো তা হচ্ছিল, বেচারার জন্যে একটা হেড এন্ড সোল্ডার শ্যাম্পু যদি দেওয়া যেত। ইতোমধ্যে শুরু হলো ছেলের প্রশ্নবান। প্রথম প্রশ্ন ছিল - ওরাতো সাদ্দামকে পেয়ে গেছে, এবার কি ইরাকের যুদ্ধ বন্ধ হবে? ঘুম ভাঙানোর বিরক্তি চেপে রেখে বললাম - প্রেসিডেন্ট বুশকে ফোন করো, এক মাত্র সেই বলতে পারবে।

আসলেই তাই। আমেরিকা হচ্ছে এখন পৃথিবীর একমাত্র মহাশক্তি। ন্যায়-অন্যায়ের সংঙা এখন আমেরিকা তৈরী করে। সুতরাং তাদের প্রেসিডেন্টই একমাত্র লোক যে বলতে পারবে, পৃথিবীর কোথায় খন কি হবে। সাদ্দাম হোসেন (http://www.cbc.ca/news/background/iraq/saddam_hussein.html) যিনি ৩৪ বৎসর প্রবল পরাক্রমের সাথে দেশ শাসন করেছে, সে আজ ভিনদেশী সৈন্যদের হাতে বন্দী - এটা দেখতে বেশ বেমানান মনে হলেও বাস্তব। এটা আরো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব মনে হলো গনতন্ত্র আর মানবতার ধ্বজাধারী আমেরিকা জেনেভা কনভেনশন এর আর্টিকেল ১৪ এর এ লাইনটি - Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity. বেমামুল ভুলে শুধু মাত্র রাজনৈতিক লাভের আশায় একজন বিধ্বস্ত যুদ্ধ বন্দীর ছবি টিভিতে দেখাচ্ছে । মনটাকে এ বলে বুঝালাম - এক মেরু বলে কথা - বিশ্বের কর্তা যা বলে কথা। কর্তার ইচ্ছাইতো আইন - অন্তত এ অবস্থায়তো বটেই।

এটা অনেকের জন্যে শিক্ষা হতে পারে - যদি কেহ শিখতে চায়। বৃটিশরা এক সময় ভাবতে পারেনি তাদেরকে আরেকটা পরাশক্তির তাবেদার হয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। পৃথিবী তার নিয়ম অনুসারে ভারসাম্য রক্ষা করে। সেটার চিত্র আমরা দেখি ইদি আমিন, চোচেস্কো বা এরশাদের মধ্যে। এরা যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের প্রভু আর চামচারা তাদের দৃষ্টিশক্তি আবদ্ধ করে রাখে যাতে তারা ভবিষ্যত দেখতে না পায়। এর সাথে মিশে যায় ক্ষমতার মোহ আর দম্ভ, যা তাদের একটা ব্লাক হোলের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে যায় - যেখান থেকে তাদের ফেরার পথ থাকে না। কিন্তু তাদের প্রভুরা সব সময় নিরাপদ দুরত্বে থেকে যায়। সাদ্দামের এক সময়ের প্রভু সোভিয়েত কেজিবির প্রধান পুটিন এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আর তার পরবর্তী সময়ের বন্ধু ডোনাল্ড রামসফেল্ড এখন আমেরিকান যুদ্ধমন্ত্রী। তাদের কেহ সাদ্দামের কর্মের দায় দায়িত্ব নেবে না - কারন সাদ্দামের আর প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের অপেক্ষার পালা - দেখা যাক কার প্রয়োজন ফুরায়।

সাদ্দাম কিভাবে মহাদৈত্যাকৃতির সাদ্দাম হলেন? আমেরিকা ইরানে তাদের তাবেদার রেজা শাহকে হারানোর পর সোভিয়েত ব্লকের সাদ্দামকে কোলে টেনে নেয়। তার সাথে কাজ করার জন্যে আরব বিশ্বের বাকী দেশ গুলোকে এক মত করে। ১৯৮০ সালে ইরানের সাথে যুদ্ধ সাদ্দাম জড়ায় শুধু মাত্র পশ্চিমা বিশ্বের প্ররোচনায়। ফ্রাস বিপুল অস্ত্র সম্ভার দিয়ে সহায়তা করে মিসাইল টেকনলজি গড়তে। আমেরিকা জীবনু অস্ত্র তৈরীর মতো ৮১টা চালান পাঠায় সে সময়। এমনকি কানাডারও সে সময়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্রের বাজার ছিল ইরাক। ১৯৮০ সালের রিগান প্রশাসনের বিশেষ দূত হিসাবে বর্তমান যুদ্ধমন্ত্রী রামসফেল্ড ২ বার সাদ্দামেন সাথে দেখা করেন। সে সময় স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করে আমেরিকা। ইরান-ইরাক যুদ্ধে যখন সাদ্দাম রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে তখন আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে ভিটো দিয়ে সাদ্দামকে তার অপকর্ম চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। ১৯৯০ সালে কুয়েত দখল করা পর্যন্ত সাদ্দাম ছিল আমেরিকান পোষা দৈত্য। কুয়েত আগ্রাসনে পর আমেরিকা সাদ্দামকে ভিলেনের দলে ফেলে দেয়। প্রশ্ন আসে পৃথিবীতে এত স্বৈরশাসক থাকতে সাদ্দাম কেন আমেরিকার শত্রু? তার জবাব হয়তো সবার জানা। এটা যে আমেরিকান নিরাপত্তা নয় তা বুশ সাহেব নিজেও জানেন।

টিভির নামীদামী এঙ্করররা রবিবারে সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে সকাল থেকেই বসে গেলেন তাদের সাধ্য মতো খবর দেবার জন্যে। আমরাও ছুটির সুযোগে সেগুলো গোগ্রাসে গিললাম। যা আলোচনায় আসলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - সাদ্দামের বিচার প্রসংগে। তার বড় অপরাধ হচ্ছে নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ক্যামিকেল অস্ত্র ব্যবহার করা। অবশ্যই

এটা বিরাট অপরাধ। কারা এর বিচার করবে? যুক্তরাষ্ট্র বা তার তাবেদার ইরাকী কাউন্সিল ? একজন অপরাধীর বিচার হোক সেটা সবার দাবী। কিন্তু অপরাধীর সাহায্যকারীরা কি বিচারের সন্মুখিন হবে? সাদ্দামের ক্যামিকেল অস্ত্র ব্যবহারে পিছনে আমেরিকা যে ভাবে সহায়তা করেছে তাতে - সাদ্দামের সাথে আরো অনেকের বিচার হতে পারে। সাদ্দাম যখন ক্যামিকেল অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে তখন আর্ন্তজাতিক চাপে রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে জাতি সংঘের বিলে একমাত্র আমেরিকা ভিটো দেয় ১৯৮০ সালে এবং পরে ১৯৮২ সালে। এ দুটি ছিল সাধারন বিল অর্থাৎ কোন দেশকে লক্ষ্য করে আনা হয়নি। ১৯৮৬ সালের ঘটনা ছিল লজ্জাস্কর। ইরাকের নিন্দা করা আনা বিলে রিগান সরকার ভিটো দেয় এবার সাদ্দামকে রক্ষা করার জন্যে। (http://www.freerepublic.com/focus/news/859716/posts) । সে বিষয়ে ওয়েভ সাইটের নোট দেখুন। Note: During the eighties, the UN was concerned with Saddam Hussein's use of chemcal weapons. On 3/21/1986, the Security Council President, "speaking on behalf of the Security Council," stated that the Council members were "profoundly concerned by the unanimous conclusion of the specialists that chemical weapons on many occasions have been used by Iraqi forces against Iranian troops...[and] the members of the Council strongly condemn this continued use of chemical weapons in clear violation of the Geneva Protocol of 1925 which prohibits the use in war of chemical weapons" (S/17911 and Add. 1, 21 March 1986). যদি সে সময় সাদ্দাম নামক দৈত্যটাকে বেধে ফেলা যেত, তবে আজ হয়তো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। সাদ্দাম নামক নাচের পুতুল আজ বন্দী । সে মানুষের জন্যে আর হুমকী নয়। কিন্তু তার প্রভুরা আজও ব্যবসার কারনে জীবনু অস্ত্র আর রাসায়নিক অস্ত্র বানাচ্ছে। এদের কাছ থেকে কি মানুষ নিরাপদ?

মজার বিষয় হচ্ছে আমেরিকা অদ্যাবদি রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন বা বিক্রির নিষেধাজ্ঞা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। এটাকেই বলে মানবতাবাদ বা গনতন্ত্র। এর সংঙাটা হবে এমন - আমি গনবিধ্বংসী অস্ত্র বানাবো - ইচ্ছা হলে আমি ব্যবহার করবো (হিরোশিমায় বা নাগাসাকিতে) - তোমাকে বন্ধু বানবো তার ক্রেতার হওয়ার জন্যে - আর যখন সেটা ব্যবহার করবে তখন চুপ করে থাকবো - পরে সুযোগমতো তোমাকে মানবতার শত্রু বলে বিচারের সন্মুখিন করবো। যদি এর বিপক্ষে কথা বলো তবে তুমি হবে "এক্সিস অব ইভল" এর সদস্য - যে কোন সময় তোমাকে আক্রমন করা যাবে "প্রি-এমটিভ ষ্ট্রাইক " এর নামে। তখন তোমাকে একটা নামে ডাকবো - যুদ্ধের জন্যে অনেক ছুতা বের করবো। যাবো গনবিধ্বংশী অস্ত্র খুজতে - পরে বলবো এটা তোমাদের "লিবারেশন" - যদিও সাধারন মানুষ মরবে বেশমার - যাকে বলবো কোলেটারাল ডেমেজ। তোমাদের হাজার বৎসরের সভ্যতা লুট হয়ে আমাদের শহরে তা এন্টিক হিসাবে বেশ দাম পাবে। তুমি স্বাধীনতা পাবে - তবে যে কোন সময় খাবার টেবিল থেকে তোমাকে তোমার শিশু সন্তানদের তোমাকে সামনে ধরবো - বাধঁবো প্লাসটিক টাই দিয়ে - তোমার মাথায় পড়াবো প্লাসটিক ব্যাগ - তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের ইচ্ছা মতো। কিন্তু তোমরা কিন্তু স্বাধীন ।

সাদ্দাম ধরা পড়ায় কে কতটা খুশী হয়েছে বা দুঃখ পেয়েছে বলা মুশকিল। কারন প্রেসিডেন্ট বুশ - যাকে এ ঘটনার সবচেয়ে বড় বেসিফিশিয়ারী বলে মনে করা হয় - তিনিও সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কারন - যতটুকু জানা যায় ইরাকে বর্তমান গেরিলা যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের কোন প্রভাব নেই। এটা ক্রমে ক্রমে একটা স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নিচ্ছে। আজ সিবিসি টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাতকারে বাগদাদ থেকে "অকিপেশন ওয়াচের" (http://www.occupationwatch.org/article.php?id=2075) কর্মকর্তা এনাম বলেন - এমেরিকান সৈন্যরা এখানকার মানুষের সাথে পশুর চেয়ে খারাপ আচরন করছে - যা বর্তমান ভয়াবহ আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, বেকারত্ব আর নিম্নমানের জীবন যাত্রার উপর অতিরিক্ত। যা অবশ্যই সাধারন মানুষকে দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্পৃক্ত করবে। তাই সাদ্দামকে ধরার আর না ধরা একই কথা। বরঞ্চ সাদ্দাম নেই এ কথা মানুষকে এখন দখলদারদের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে সাহায্য করবে। তবে এ ঘটনায় বুকে চেপে থাকা পাথর নেমে গেছে কিছু মুখোশধারী মুক্তবিদ্বেষীদের (মুক্তমনা + মুসলমান বিদ্বেষী) । একজনতো এ আনন্দে নাটক লিখে ফেলেছেন মুসলমানদের হাসির পাত্র করে (সাদ্দামের গ্রেফতার ও ইসলামিষ্টদের আরেক দফা মাথায় বাড়ি, জাফর উল্লাহ, ভিন্নমত)। তারা মুসলমানদের হেয় করার জন্যে সাদ্দামকে মুসলমানদের নেতা বানিয়েছেন - যদিও তাদের প্রভুর নির্দেশে ইসলামী বিপ্লবের পর আট বৎসর ইরানের সাথে যুদ্ধ করেছে সাদ্দাম। যেনতেন ভাবে মুসলমানদের হেয় করার প্রজেক্টের অংশ হিসাবে সাদ্দামকে মু সলিম বিশ্বের মহান নেতা বানিয়েছেন ভিন্নমতের সম্পাদক। কোথা থেকে যে এরা এ তথ্য পান? আমেরিকা ইরাকের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে কুয়েত

আর কাতারের সহায়তা পেয়েছেন - যারা মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। যদি সাদ্দাম মুসলমানদের নেতাই হন - তবে কিভাবে আরবের মুসলমান দেশ গুলো কেন আমেরিকার সাথে সহায়তা করলো? এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানা থাকলেও সেটা তারা বলবেন না - কারন এটা তাদের প্রভুর বিপক্ষে যাবে।মজার বিষয় হচ্ছে তাদের প্রভুরাতো বাংলা পড়তে পারেন না - তাই তিনি ইংরেজীতেও আরেকটা লেখা লিখেছেন । বটে, এ না হলে আর কি প্রভু ভক্তি প্রমান করা যায়?

খবরে প্রকাশ - ইরাকী গর্ভনিং কাউন্সিল বেসামরিক মানুষের লাশের গণনা নিষিদ্ধ করেছেন। ইতোমধ্যে ১০ হাজারেরও বেশী সাধারন মানুষ মরেছে এ যুদ্ধে। (www.iraqbodycount.net , a group of acadmic analysts and peace activists)এমনকি এ পর্যন্ত যা গণনা করা হয়েছে তার সংখ্যা প্রকাশ না কররার জন্যে হাসপাতাল গুলোকে নির্দেশ দিয়েছে কাউন্সিল। এ অবস্থায় আমদানী করা লিবারেশন বা ডেমোক্রসী ইরাকী জনগনের কাছে কতটা গ্রহনীয় হবে সেটা দেখার বিষয় বটে।

প্রিয় পাঠক, হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজয় দিবস স্পেশাল পোষ্ট করা হলো। আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে। আপনাদের প্রতিক্রিয়া জানার অপেক্ষায় থাকলাম।

সবাইকে শুভেচ্ছা, ভাল থাকুন, সুস্থ্য থাকুন সবাই।

টরন্টো
ডিসেম্বর ১৫, ২০০৩